দুর্যোগ মোকাবিলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি সভা

অতিবৃষ্টি ও সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি জোরদার করতে মেহেরপুর সদর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর।

সভায় চলমান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি, অতিবৃষ্টি ও সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দপ্তর ও সংস্থাকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থেকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় শুকনো খাবার মজুত, জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় বক্তব্য দেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্তসহ সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা।

সভায় দুর্যোগকালীন সময়ে দ্রুত ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে সব দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জোরদার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সঙ্গে সম্ভাব্য যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

[redacted]

[redacted]

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইদাতুন নেসা নয়নসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া সভায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, চোরাচালান, অনলাইন জুয়ার নেতিবাচক প্রভাব এবং এসব অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জেলার সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে জুই খাতুন (১৩) নামে এক সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জুই খাতুন উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের জামাল উদ্দিনের মেয়ে এবং স্থানীয় এবাদতখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

প্রতিবেশী হাসিবুল ইসলাম জানান, শনিবার রাতে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকার সময় বিষধর একটি সাপ জুইকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

গাংনীতে মোটরসাইকেল ও পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবুল হাশেম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে গাংনীর ঝিনেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকসহ আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত আবুল হাশেম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মৃত দৌলত হোসেনের ছেলে। তিনি বর্তমানে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুল পাড়ায় বসবাস করতেন।
আহতরা হলেন—মোটরসাইকেল চালক গাংনী উপজেলার গরীবপুর গ্রামের রঞ্জিত হোসেনের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২০) এবং পাখিভ্যান চালক শিশিরপাড়া গ্রামের সদর উদ্দিনের ছেলে আব্দুর রহমান (৪০)।

নিহতের স্বজন বাবু হোসেন জানান, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত আবুল হাশেম পাখিভ্যানে করে ওষুধ কিনতে বাজারে যাচ্ছিলেন। ঝিনেরপুল এলাকায় পৌঁছালে সড়ক পার হতে যাওয়া এক পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে পাখিভ্যান চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডান দিকে চলে যান। এসময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে যাত্রীসহ ভ্যানটি সড়কে ছিটকে পড়ে।
এতে তিনজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে আবুল হাশেমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে খলিশাকুন্ডি এলাকায় পৌঁছালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত

চিকিৎসক ডা. নাহিদ হাসান জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আবুল হাশেমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে লোডশেডিংয়ের মধ্যেই ‘বিস্ফোরক’ বিদ্যুৎ বিল

তীব্র লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে নাভিশ্বাস অবস্থা মেহেরপুরের গাংনীর বাসিন্দাদের। এর ওপর ‘মরার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল।

জুন মাসের বিদ্যুৎ বিল হাতে পেয়ে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ গ্রাহকের অভিযোগ, তাদের বিল আগের মাসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক বিদ্যুৎ খরচের হিসাবের বাইরে।

স্থানীয়রা জানান, গত মে মাসে এলাকায় বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার হার ছিল ব্যাপক। লোডশেডিংয়ের কারণে অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে বিলের পরিমাণ আগের মাসের তুলনায় অনেক বেশি আসায় সাধারণ গ্রাহকরা হতবাক।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক তানিম আহমেদ বলেন, ‘মে মাসে আমার বিল এসেছিল ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। অথচ লোডশেডিংয়ের মধ্যেও জুন মাসে তা ১৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মিটার রিডাররা সঠিক সময়ে মিটার দেখে গেছেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।

হাসানুজ্জামান নামের এক গ্রাহক বলেন,গত মাসে আমার বিদ্যুৎ বিল এসেছিল ৪০০০ টাকা।আর এ মাসে এসেছে সাড়ে ৫ হাজার টাকা।কিন্তু গত মাসে চরম লোডশেডিং ছিল তারপরও এত বিদ্যুৎ বিল কেন হলো বুঝতে

পারছি না।আমাদের এমন অবস্থা কাগজে লেখা হয়ে গেলেই দিতে বাধ্য থাকতে হবে।

সুজন আহমেদ নামের আরেক গ্রাহক জানান, গত মাসে তার বিল ছিল ৮০০ টাকা, এবার তা বেড়ে হয়েছে ১৪০০ টাকা। একইভাবে হাসানুজ্জামান নামের এক গ্রাহকের বিল ৪০০০ থেকে বেড়ে ৫,৫০০ টাকা হয়েছে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস থেকে বিল পরিশোধের জন্য মাইকিং করা হলেও, কেন ঘনঘন লোডশেডিং হচ্ছে, তা নিয়ে কোনো স্বচ্ছ তথ্য দেওয়া হয় না। উল্টো অতিরিক্ত বিল পরিশোধের চাপে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। তারা জানান, সঠিক সময়ে বিল না দিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ভয়ে অনেকে অভিযোগ করার সাহসও পান না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ও অ্যান্ড এম) মো. সৌমিক নাসের বলেন, ‘জুন মাসে বিল অস্বাভাবিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মূলত মে মাসের ব্যবহারের বিল জুনের সাথে সমন্বয় হওয়ার কারণে এমনটা হতে পারে, যা অনেক গ্রাহক বুঝতে পারছেন না। আমরা গ্রাহকদের আশ্বস্ত করতে চাই, কারো বিলে ভুল থাকলে অফিসে যোগাযোগ করুন। আমরা তা যাচাই করে দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করব।

বিদ্যুৎ বিভাগের এমন আশ্বাসেও গ্রাহকদের ক্ষোভ কাটছে না, বরং তাদের দাবি অহেতুক হয়রানি বন্ধ করে প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রদান করা হোক।

মুজিবনগরে পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় নিজ বাড়িতে পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে নুসরাত (৯) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নুসরাত মহাজনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমনের ছোট বোন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়িতে চলাফেরার সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয় নুসরাত। এতে তার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে যুব দক্ষতা উন্নয়নে ভিবিডির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত “Strengthening Volunteer for Bangladesh: Training of Local Youths” শীর্ষক এ প্রশিক্ষণে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি, কমিটির সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব বিকাশ, প্রজেক্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, কার্যকর উপস্থাপনা কৌশল, দলগত কাজ এবং সামাজিক উন্নয়নে যুবদের সক্রিয় ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভিবিডির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সৈয়দ মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প কর্মকর্তা মোছা. টুম্পা খাতুন এবং কোষাধ্যক্ষ মোছা. রুবাইয়া খাতুন।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তিন উপজেলার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রেজেন্টেশন ও প্রজেক্ট পরিকল্পনা বিষয়ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকদের মূল্যায়নে গাংনী উপজেলা শ্রেষ্ঠ উপজেলা হিসেবে নির্বাচিত হয়।

এছাড়া বেস্ট পারফরমার হিসেবে মো. মুনতাসির মাহমুদ, বেস্ট ভলেন্টিয়ার হিসেবে আলফিও বালা এবং বেস্ট উপজেলা হিসেবে গাংনী উপজেলা সম্মাননা অর্জন করে।

আয়োজকরা জানান, দেশের তরুণদের দক্ষ, দায়িত্বশীল ও মানবিক নেতৃত্বে গড়ে তুলতে এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে আরও সম্পৃক্ত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশমূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

মুজিবনগরে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগও করেছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ২০২৫–২৬ অর্থবছরে মোনাখালী ইউনিয়নের কেদারগঞ্জ বাজার টেকনিক্যাল স্কুল সংলগ্ন পশ্চিমমুখী রামনগর–গোপালনগর ছোট নাগার মাঠের রাস্তার উন্নয়নের জন্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয় মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্পে যেখানে একটি কালভার্ট নির্মাণের কথা ছিল, সেখানে পূর্ণাঙ্গ কালভার্ট নির্মাণ না করে নামমাত্র কয়েকটি আরসিসি পাইপ বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের তথ্যফলকে উল্লেখিত কাজের তুলনায় বাস্তবে খুব সামান্য অংশই সম্পন্ন হয়েছে

বলে দাবি তাদের।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রশাসক ও মুজিবনগর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা কাউসার আলী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “প্রকল্পে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেভাবেই কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।”

মুজিবনগরে জলাবদ্ধতায় অর্ধশত পরিবার পানিবন্দী, স্থায়ী সমাধানের দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হামিদ মালিথার বাড়ির কাছ থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে থাকায় প্রায় অর্ধশত পরিবার কার্যত পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, হেরিংবোন (HBB) সড়ক নির্মাণের সময় দুই পাশ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখায় জলাবদ্ধতা আরও প্রকট হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কয়েকজনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে পুরো এলাকাবাসী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

এ অবস্থায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, “এলাকার অবস্থা সত্যিই বেহাল। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশের ড্রেনটি যে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের সঙ্গে কার্যকর

সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সেটি না হলে জলাবদ্ধতার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না।”

গাংনীর চরগোয়ালগ্রামে বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। গেলো রাত ১টার দিকে গাংনী থানার কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্ধার করে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় করে।

জানা গেছে, গেলো রাতে চরগোয়ালগ্রামের জাহিদুল ইসলামের বাড়ির ভেতরে বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তা উদ্ধার করে। লাল স্কচ টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুটি পানি-বালু ভর্তি পাত্রে নিরাপদে সরিয়ে নেয় পুলিশ। বোমা সদৃশ্য বস্তু দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুর্বৃত্তরা কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান। ঘটনার সাথে যারাই জড়িত থাকুক পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।